ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৪০
আগরতলা, ১১ জানুয়ারি,২০২৫

রাজ্যভিত্তিক মহিলা কল্যাণ ও স্বশক্তিকরণ কনক্লেভ

মহিলাদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

রাজ্যে মহিলাদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নে রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সরকারের গৃহীত প্রকল্পগুলির সুবিধা নিয়ে রাজ্যের মহিলারা সর্বক্ষেত্রে তাদের স্বকীয়তা ও ক্ষমতা অনুভব করতে পারছেন। মহিলাদের কল্যাণেই বর্তমান রাজ্য সরকার 'ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন-২০২২' নীতি প্রণয়ন করছে। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১ নং হলে রাজ্যভিত্তিক 'মহিলা কল্যাণ ও স্বশক্তিকরণ কনক্লেভ : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় প্রভাবযুক্ত পরিবর্তন' শীর্ষক কনক্লেভের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, এই কনক্লেভের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্য সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠিত ও সুচিন্তক ব্যক্তিদের নিয়ে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মহিলাদের সুরক্ষার জন্য একটি কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা।

কনক্লেভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, এই কনক্লেভে ৫ জনের একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল রাজ্যের মহিলাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প এবং মহিলাদের সুরক্ষায় বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার ও কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করবেন। তাছাড়া 'ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন-২০২২' নীতি আরও কিভাবে কার্যকর করা যায় এবং মহিলাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করা যায় তা নিয়েও বিশেষজ্ঞ বক্তাগণ আলোচনা করবেন। তিনি বলেন, রাজ্যে মহিলাদের কল্যাণে ও মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাতে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩,২২৯টি শূন্যপদের মধ্যে ১,৪৭০টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

২-এর পাতায়

কনক্লেভে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, মহিলাদের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা ইত্যাদি। গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য রাজ্যে ১৩টি মহিলা স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে রাজ্যে ৯টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যের ৮ জেলায় ৮টি 'সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার' চালু করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিকভাতা প্রকল্প এবং মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে রাজ্যের ২৪,৫৬৯ জন মহিলাকে সামাজিকভাতা দেওয়া হচ্ছে।

কনক্লেভে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস'র চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, সমাজে মহিলা ও শিশু কন্যাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে এই কনক্লেভ আগামীদিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বাল্যবিবাহ রোধে। এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, সমাজে মহিলাদের নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও বিচ্ছিন্নভাবে শিশু কন্যা ও মহিলারা নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে। কনক্লেভে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা বিজন চক্রবর্তী।

কনক্লেভে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশের এআইজি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, এমবিবি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. দীপান্বিতা চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপিকা অঞ্জনা ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা পারমিতা সাহা, দক্ষতা উন্নয়নের টিম লিডার সুপ্রীতি চক্রবর্তী এবং হোলিক্রস কলেজের জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন সেলের কো-অর্ডিনেটর ড. শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী প্রমুখ। কনক্লেভে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণও আলোচনায় অংশ নেন।

*****